[illegible]

[illegible]

[illegible]

জীবননগর বন্ধু ফাউন্ডেশন (জেবিএফ) এর সভাপতি মিঠুন মাহমুদের সভাপতিত্বে এ সময় উপস্থিত ছিলেন, জীবননগর উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আবু মোঃ আঃ লতিফ অমল,জীবননগর পৌর মেয়র রফিকুল ইসলাম,জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) সাইফুল ইসলাম,জীবননগর প্রেস ক্লাবের সভাপতি এম আর বাবু,সাধারন সম্পাদক কাজী শামসুর রহমান চঞ্জল,জীবননগর সাংবাদিক সমিতির সভাপতি জাহিদ বাবু,সাধারন সম্পাদক জামাল হোসেন খোকন, জীবননগর বন্ধু ফাউন্ডেশন (জেবিএফ) এর উপদেষ্ঠা সাংবাদিক মাজেদুল মিল্টন, যুগ্ন সম্পাদক তুহিনুজ্জামান,সদস্য সাদিয়া, রাহুল,মাহাবুল,সাকিব হাসনাত মুন প্রমুখ। উক্ত অনুষ্ঠানটি সার্বিক পরিচালনা করেনজীবননগর বন্ধু ফাউন্ডেশন (জেবিএফ)এর সহ-সভাপতি চাষী রমজান।

জীবননগরে সিএনজি ,ইজিবাইক চালকদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ -এমপি টগর

জীবননগর উপজেলার ৫শতাধিক শ্রমিকের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।বরিবার বেলা ১২টার সময় স্বাস্থ্যবিধি মেনে সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে জীবননগর উপজেলা পরিষদের মিলনায়তনে করোনায় কর্মহীন হয়ে পড়া সিএনজি,ইজিবাইক চালকদের মাঝে প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার হিসাবে খাদ্য সামগ্রী দেওয়ার পাশাপাশি ,চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগার টগর ব্যাক্তিগতভাবে জীবননগর উপজেলার৫শতাধিক সিএনজি,ইজিবাইক চালকদের মাঝে এ খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন।এ সময় উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগার টগর ।উপজেলা চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান,উপজেলা নির্বাহী অফিসার আরিফুল ইসলাম পৌর মেয়র রফিকুল ইসলাম,জীবননগর থানা আওয়ামলীগের সভাপতি গোলাম মোর্তজা,সাধারন সম্পাদক নজরুল ইসলাম,জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি)সাইফুল ইসলাম,উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আঃ সালাম ঈশা,মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী,মনোহরপুর ইউপি চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন খান,জীবননগর পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি নাসির

উদ্দিন,সাধারন সম্পাদক ও পৌর সভার সাবেক মেয়ল জাহাঙ্গীর আলম প্রমুখ ।।

চুয়াডাঙ্গা থানা পুলিশের অভিযানে ভুয়া পুলিশ সদস্য আটক

চুয়াডাঙ্গায় বিভিন্ন স্থান থেকে পুলিশ সেজে মানুষের কাছ থেকে টাকা মোবাইলফোনসহ বিভিন্ন আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র হাতিয়ে নেওয়া ভুয়া পুলিশ সদস্যদের গ্রেফতার করেছে চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশ।

শনিবারে রাত দেড়টার সময় ঝিনাইদহ ও মহেশপুর এলাকা থেকে এসব ভুয়া পুলিশ সদস্যদের গ্রেফতার করে চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশের একটি দল। এসময় তাদের কাছে থাকা একটি মোটরসাইকেল একটি খেলনা পিস্তল পাঁচটি মোবাইল ফোনসহ মোবাইলের অনেকগুলো কভার উদ্ধার করা হয় ।

বিষয়টি নিশ্চিত করে চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মোঃ জাহাঙ্গীর আলম সাংবাদিকদের এক প্রেস ব্রিফিংয়ের মাধ্যমে বলেন আটককৃতরা হলেন মোঃ ইসমাইল খান আরিফ (৩০)পিতা মোঃ আনছার আলী ও তার প্রধান সহযোগী উত্তমকুমার (২৯)কে গ্রেফতার করা হয়। গত ১৭ জুলাই রাত সাড়ে আটটার সময় মোটরসাইকেলযোগে ৪ জনের একটি দল পুলিশ পরিচয় চুয়াডাঙ্গা সদর থানাধীন উক্ত গ্রামের রাস্তার পাশে মোবাইলে ফ্রি ফায়ার লুডু গেমস খেলা রত অবস্থায় কতিপয় যুবক ও কিশোরদের আটক করে তাদের কাছে থাকা সব মোবাইল ছিনতাই করে নেয় এবং স্থানীয় মেম্বার এর কাছ থেকে মোবাইল গুলো পড়ে নিয়ে আসতে বলেন। পুনরায় তারা ২৬ শে জুলাই একই সময়ে চুয়াডাঙ্গা সদর থানাধীন ভুলটিয়া ও কিরোন গাছি এলাকায় ভুয়া পুলিশ সেজে একইভাবে কথিত ভুয়া অভিযান করে সর্বমোট আরও তিনটি মোবাইল কেড়ে নেয় তারা।

বিষয়টি চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার মোঃ জাহিদুল ইসলামের নখদর্পণে আসলে তিনি চুয়াডাঙ্গা থানা পুলিশের নির্দেশনা দেন যেকোন মূল্যেই তাদেরকে গ্রেপ্তার করতে হবে এবং গতকাল মধ্যরাতে চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোঃ জাহাঙ্গীর আলম (সদর সার্কেল)

নির্দেশনায় চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ আবু জিহাদ ফখরুল আলম খানের নেতৃত্বে ইন্সপেক্টর মোঃ একরামুল হোসেন, এসআই সামিম হাসান, এসআই হাসানুজ্জামান সমন্বয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশের একটি চৌকস টিম তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ঝিনাইদহ ও মহেশপুর এলাকার পৃথক পৃথকভাবে অভিযান পরিচালনা করে এই গ্যাং নেতৃত্ব প্রদানকারী প্রধান আসামি মোঃ ইসমাইল খান আরিফ ও তার সহযোগী উত্তম কুমার সহ তাদের অপরাধ কর্মকাণ্ডে লিপ্ত একটি মোটরসাইকেল ও একটি খেলনা পিস্তলসহ পাঁচটি মোবাইল উদ্ধার করা হয়। তিনি আরো বলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলার বিভিন্ন স্থান হতে ছিনতাই করা আরো মোবাইল উদ্ধারের জন্য আটককৃত আসামিদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এবং বাকি সদস্যদের গ্রেপ্তার করার জন্য অভিযান চালানো হচ্ছে।

চুয়াডাঙ্গায় প্যারোলে মুক্তি নিয়ে ছেলের জানাজায় বাবা

দর্শনা সুলতানপুরে সাপের কামড়ে করুন মৃত্যু হলো ৭ বছরের শিশু পুত্র আফ্রিদির। মাত্র ১ দিন আগে ছিনতাইয়ের অভিযোগে গ্রেফতারকৃত বাবা রকিবুল ইসলাম প্যারোলে মুক্তি নিয়ে ছেলের জানাযা ও দাফনে অংশ নিলেন।

দামুড়হুদার পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের সুলতানপুর মসজিদপাড়ার রকিবুল ইসলাম রকিবের ৭ বছর বয়সি ছেলে আফ্রিদি গত শুক্রবার সন্ধ্যা ৭ টার দিকে কবুতরের ঘরের দরজা লাগাতে গেলে বিষাক্ত সাপে দংশন করে।

এ সময় তার মা সহ পরিবারের সদস্যদের জানালে তারা সেভাবে গুরুত্ব দেয়নি। ফলে রাতভর মৃত্যু যন্ত্রনা ভোগ করে ভোর ৪ টার দিকে মারা যায় আফ্রিদি।

মাত্র ১ দিন আগে জেল হাজতে যান রকিব। ছেলের মৃত্যুতে শনিবার বিকাল ৩ টার দিকে প্যারোলে মুক্তি পেয়ে কড়া পুলিশি প্রহরায় সুলতানপুর আসেন রকিব। পায়ে বেড়ি পরিহিত রকিব ছেলের জানাযার নামাজ

ও দাফনে অংশ নেন।

এ সময় এক হৃদয় বিদারক অবস্থার সৃস্টি হয়।।

দর্শনায় ছুরিকাঘাতে একজন খুন! আহত-৪

দর্শনার ঈশ্বরচন্দ্রপুরে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। পিতাকে কটুক্তি করায় ছুরি দিয়ে আঘাত করে শহিদুল নামের একজনকে হত্যা করে পালিয়েছে অভিযুক্ত সুজন। এ ঘটনায় আরও ৪ জন আহত হয়েছে। আহতদের উদ্ধার করে নেয়া হয়েছে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে। ঘটনাস্থল পরির্দন করেছে পুলিশের কর্মকর্তারা। ঘটনার সাথে জড়িত পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করতে না পারলেও গ্রামে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। নিহত শহিদুলের লাশ ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে রাখা আছে। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত মামলার প্রস্তুতি চলছিল।

প্রত্যক্ষদর্শিদের কাছ থেকে জানা গেছে, শনিবার দুপুর দেড়টার দিকে দর্শনা পৌর শহরের ঈশ্বরচন্দ্রপুর বড় মসজিদপাড়ার আসানুল ইসলামের ছেলে জাকির হোসেন (১৯) ও একই পাড়ার আমজাদ আলীর ছেলে সুজনের মধ্যে পাপড় ভাজা খাওয়াকে কেন্দ্র করে ঘটে বাক-বিতন্ডার ঘটনা। এর এক পর্যায়ে সুজনের বাবাকে গলা ছিলা ও কান কালা বলে কটাক্ষ করে জাকির। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে সুজন দৌড়ে বাড়ি থেকে তার বাবাসহ কয়েকজন ধারালো ছুরি এনে হানা দেয় জাকিরের উপর।

এ সময় জাকিরের চাচা একই পাড়ার শহিদুল ইসলাম ঠেকাতে আসলে তার বুকে স্বজোরে ছুরিকাঘাত করে সুজন। সুজনের ছুরিকাঘাতে আরও রক্তাক্ত জখম হন শহিদুলের ছেলে ইলফাজ (২২), ফরিদ (৩৫) ও জাকির (২০)। আহতদের মধ্যে শহিদুলকে মূমূর্ষ অবস্থায় উদ্ধার করে নেয়া হয় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বিকাল ৩ টার দিকে মারা যান শহিদুল ইসলাম।

শহিদুলের মৃত্যু খবর গ্রামে পৌছালে শোকের ছায়া নেমে আসে। আহত ৩

জনই হাসাপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। এ দিকে অবস্থা বেগতিক বুঝে সুজন সহ তার পরিবারের সদস্যরা বাড়ি ছেড়ে দিয়েছে গা ঢাকা। খবর পেয়েই সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌছান দর্শনা

থানার অফিসার ইনচার্জ মাহাব্বুর রহমান কাজল, ইন্সপেক্টর (তদন্ত) শেখ মাহবুবুর রহমান ও ইন্সপেক্টর (অপরেশন) আবু সাঈদ। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে পুলিশ। শুরু করে দফায় দফায় গ্রেফতার অভিযান। বিকাল সাড়ে ৪ টার দিকে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) জাহাঙ্গীর আলম, এএসপি সাজিদ।

শহিদুলের লাশ ময়না তদন্তের জন্য রাখা হয়েছে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে। সুজন সহ বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে হত্যা মামলার প্রস্তুতি চলছে বলে জানা গেছে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত শহিদুল হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত মূলহোতা সুজনকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ।

তবে ওসি কাজল জানান, সুজনকে গ্রেফতারে পুলিশি জাল বিস্তার করা হয়েছে। গ্রেফতার অভিযান রয়েছে অব্যাহত। খুব শিগ্রহে সুজন সহ অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হবে। আজ রোববার শহিদুলের লাশ ময়না তদন্ত শেষে পরিবারের হাতে তুলে দিতে পারে পুলিশ। এ দিকে দিনে-দুপুরে প্রকাশ্য জনবহুল এলাকায় ছুরিকাঘাতে হত্যাকান্ডের ঘটনায় বিরাজ করছে আতংক।

চুয়াডাঙ্গায় জাল টাকা ও ২২ কেজি গাঁজাসহ ৩জন আটক

চুয়াডাঙ্গা ফুলবাড়ী সীমান্ত থেকে ৬ বিজিবি চোরাচালান বিরোধী বিশেষ অভিযান চালিয়ে বাংলাদেশী ১ হাজার টাকার ৯৬ হাজার জাল টাকার নোট ২২ কেজি গাঁজা ও একটি ১২৫ সিসির ডিসকভারি মোটরসাইকেলসহ ৩ জনকে আটক করেছে বিজি ব।

জানাগেছে শনিবার ভোরে দামুড়হুদা উপজেলার সীমান্তবর্তী কুড়ালগাছি গ্রামের নুরুলহুদার ছেলে জাল টাকা তৈরি চক্রের সদস্য আব্দুর

ছাত্তার (৩৮) একই উপজেলার ঠাকুরপুর গ্রামের নৃর মোহাম্মদের ছেলে নওশেদ আলী ওরফে গনি (৩৫) ও জুলফিকার আলীর ছেলে সাইফুল ইসলাম (২৫) কে আটক করে।

শনিবার দুপুর ১২ টার দিকে দর্শনা থানায় ৩ জনকে সোপর্দ করেছে বলে বিজিবি জানায়।

চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবি ব্যাটেলিয়নের লেঃ কর্নেল মোঃ খালেকুজ্জান পিএসসি জানান, গত শুক্রবার সন্ধ্যা ৭ টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সীমান্তের কুড়ালগাছি গ্রামের জাল নোট তৈরি চক্রের সদস্য আব্দুর ছাত্তার কে ১ হাজার টাকার ৯৬ হাজার টাকাসহ তাকে আটক করা হয়। জাল টাকা তৈরির মেশিন উদ্ধারের জন্য তার স্বীকারোক্তি মোতাবেক কুড়ালগাছি গ্রামের জাল টাকা চক্রের অন্যতম সদস্য হান্নান ও রানা সহ ঝিনাইদহ জাল টাকার নোট তৈরির মেশিনের খবর পাই।

এদের কে ধরতে বের হলে ঠাকুরপুর সীমান্ত থেকে পৃথক দুটি অভিযানে ২২ কেজি গাঁজাসহ নওশেদ আলী গনি ও সাইফুল ইসলাম কে আটক করা হয়। এ ঘটনায় বিজিবি বাদি হয়ে দর্শনা থানায় মামলাসহ সোপর্দ করেছে।

চুয়াডাঙ্গায় পৃথক পৃথক স্থানে ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান জরিমানা আদায়

চুয়াডাঙ্গায় সরকার ঘোষিত লকডাউন মানতে নারাজ অনেকেই। চুয়াডাঙ্গায় জনসমাগম নেই এমন এলাকা নাই। প্রত্যেক এলাকায় জনসমাগমে ভরা এবং বিনা প্রয়োজনে বাহির হচ্ছেন সাধারণ মানুষ তাদেরকে প্রশাসনের নজরদারিতে রেখে করা হচ্ছে জরিমানা।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মুহাম্মদ সাদিকুর রহমান চুয়াডাঙ্গায় পৃথক পৃথক স্থানে অভিযান পরিচালনা করেছেন।

শনিবার বেলা সাড়ে বারোটার সময় চুয়াডাঙ্গা সদরের একাডেমি মোড়, নীলমনিগঞ্জ বাজার, কুলচারা মোড়, সাতগাড়ী মোড়, ফার্মপাড়া ও বেলগাছি রেলগেট এলাকায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে স্বাস্থ্যবিধি না মানার অপরাধে দন্ডবিধি ১৮৬০ এর ১৮৮ ধারায় ৩টি মামলায় ৩ জনকে সর্বমোট ১২শ, হেলমেট নাথাকায় সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ অনুযায়ী ৪টি মামলায় ৪ জনকে ৮’শ ও প্রকাশ্যে ধুমপান করায় ধুমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার(নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ এর ৪ ধারায় ১ টি মামলায় ১ জন কে ১’শ অর্থদন্ড প্রদান করেন।

এ সময় চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মুহাম্মদ সাদিকুর রহমান মাস্ক বিতরণ ও গরীব চা দোকানী, ভ্যানচালকদের খাদ্য সহায়তা প্রদান করেন। মোবাইল কোট পরিচালনায় সহযোগিতায় ছিলেন মোঃ সোবহান আলী, পেশকার, মোবাইল কোর্ট, মোঃ শফিকুল ইসলাম, সিএ, উপজেলা পরিষদ ও সদর থানা পুলিশের চৌকস দল। জনস্বার্থে এ অভিযান চলতে থাকবে বলে জানিয়েছেন চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা।

আলমডাঙ্গায় সর্বাত্মক’ লকডাউন অমান্য করায় ৩ জনকে জরিমানা

আলমডাঙ্গায় ‘সর্বাত্মক’ লকডাউন অমান্য করে চলাচল ও লকডাউন অমান্য করে দোকান খুলে মালামাল বিক্রয় করায় ৩ জনকে ২ হাজার ৫ শ টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে উপজেলা সহকারি কমিশনার ভূমি ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিট্রেট হুমায়ন কবির ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে এ জরিমানা করেন।ভ্রাম্যমান আদালত সূত্রে

জানাগেছে, শুক্রবার দেশজুড়ে সর্বাত্মক লকডাউনের ৮ম দিন। দিন শুরুর দিকে আলমডাঙ্গা শহরে বাড়তে থাকে জনসমাগম। আলমডাঙ্গা উপজেলা সহকারি কমিশনার ভূমি ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিট্রেট হুমায়ন কবির ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

এ সময় ১ টি মটর সাইকেল চালককে ৫শ টাকা ,এক মুদিখানা দোকানদারকে ১ হাজার, ও ১টি ঔষধের দোকানদার কে স্বাস্থ বিধি না মানায় দন্ডবিধি ১৮৬০ এর ২৬৯ ধারা মোতাবেক ১ হাজার টাকা মোট ২ হাজার ৫ শত টাকা জরিমানা করেন। ভ্রম্যমান আদালতে সার্বিক সহযোগিতা করেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ। এ সময় লকডাউনে স্বাস্থ্য বিধি অমান্য করে চলাচল করায় ভ্রম্যমান আদালতে ৩ জনকে ২ হাজার ৫ শ টাকা জরিমানা করেন।

আলমডাঙ্গায় পান বরজে গাঁজা চাষ, আটক-১

আলমডাঙ্গার পান বরজে দীর্ঘদিন গাঁজা গাছ চাষ। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে গাঁজা চাষি সহ গাছ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে পারদুর্গাপুর গ্রাম থাকে গাঁজা চাষিকে আটক করে। আটকৃত ব্যাক্তি পারদুর্গাপুর গ্রামের মজিবার রহমানের ছেলে রুবেল ইসলাম (২৫)।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার কুমারি ইউনিয়নের পারদুর্গাপুর গ্রামের মজিবার রহমানের ছেলে রুবেল ইসলাম। সে পারদুর্গাপুর মাঠে দীর্ঘদিন পানের চাষ করে। এরই সুযোগে গোপনে পানের বরজে গাঁজার গাছ লাগিয়ে চাষ করে।

এ গাছের পাতা খুচরা বিক্রয় করে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গা থানার এসআই আব্দুল গাফ্ফার সঙ্গীয় ফোর্স পারদুর্গাপুর গ্রামে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন। এসময় ওই পান বরজ থেকে গাঁজার গাছ উদ্ধার করে। এছাড়াও গাঁজার গাছ চাষের অভিযোগে গাঁজা চাষি রুবেলকে আটক করে পুলিশ। শুক্রবার মাদক আইনে মামলা দায়ের করে পুলিশ।শুক্রবার সংশ্লিষ্ট মামলায় জেল হাজতে পাঠায় আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ।